Interview details

Interview with Ashraful Huq Babu

Interviewed by Amzad Hussain Dinar

দিনার: তো... আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এবং বাড়ির যারা সিনিয়র... তাদের কাছ থেকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ভারত বা পশ্চিম করেন, আমাদের সাথে সবকিছু একটু ডিটেলে যদি শেয়ার করতেন।

আশরাফুল বাবু: '৪৭ সালের পূর্বে আমার বাবা ভারতের বিহার রাজ্যের ছাপড়া জেলায় বসবাস করতেন। আমার দাদা ওখানেই... তিনিও কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন। দাদা। '৪৬-এ বিহারে রায়ট হলো। পাটনা রায়ট। সে রায়ট তাদেরকে খুবই... অ্যাফেক্ট করে আর কি। এবং সেখান থেকেই তাদের মতের মধ্যে কিছুটা চেঞ্জ আসে। তাঁরা ছিলেন ভারত বিভাগের বিপক্ষে। তাঁরা পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে কোন আন্দোলনে ছিলেন না। কিন্তু '৪৬-এর পরে ঐ বিহার রায়ট যেটা হল, কলকাতা রায়ট হল বিহার রায়ট হল। সে রায়টের পর থেকে তাদের ভিতরে একটা চেঞ্জ চলে আসলো যে বোধহয় আমরা এখানে নিরাপত্তা পাবো না বা আমাদের ভবিষ্যৎ তো এখানে ঠিক হবে না। এর মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার... তখন বাবা ছিলেন রেলে। রেলে একটা অপশন চাইলো। কারা পাকিস্তানে যেতে চান, কারা বাংলাদেশে থাকতে চান। তখন বাবা ঐ পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে। দাদারা বিপক্ষে ছিলেন এবং সর্বশেষ চেষ্টা করেছেন যাতে বাবা আমাদের এখানে না আসেন। তাদের কাছ থেকে যা শোনা। চাচা ডক্টর ছিলেন। তিনি থেকে গেলেন। আরেক চাচা ওয়েস্ট পাকিস্তান... পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। ওখানে নেভিতে তিনি... অফিসার ছিলেন। উনি ওখানে থেকে গেলেন। আর... এক চাচা এখানে এসেছিলেন তিনি আবার লন্ডনে

গেলেন। তিনি... ল কমপ্লিট করতে... ব্যারিস্টার. সেখানে তিনি রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। তিন চাচার মধ্যে এক চাচা পাকিস্তানে, এক চাচা ভারতে, আর আমার আব্বা পূর্ব পাকিস্তানে। একটা পরিবার তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তখন আমি দেখতাম প্রায় যে তিন ভাই যখন আলাপ করতেন, চিঠি-পত্র লেখতেন... তাদের মধ্যে যে আবেগ, যে কান্নার ভাব যে দুঃখের ভাব সেটা তাদের সেই চিঠি দেখে বোঝা যেত। যে কেন ভাগ হলো, কেন আমরা চলে এলাম। আমাদের আসা উচিৎ ছিল না। দিনের পর দিন তাদের ভেতরে একটা কাছে চলে আসার একটা... আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। এরই মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে নানা ধরনের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তখন... উর্দুভাষীদের একটি অংশ পাকিস্তানের পক্ষে থেকে যায়, একটি অংশ স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে কাজ করে। এই একটি অবস্থায়... বাংলাদেশে আমরা যারা এখানে ছিলাম... তখন আমি... আমার জন্ম '৫৮-এ। ছোট ছিলাম। তো... এই... আস্তে আস্তে আস্তে আস্তে এই পাকিস্তান বাংলাদেশ ও পূর্ব পাকিস্তানিদের সাথে একটা এখানে বৈষম্যের কারণে... ডিফারেন্স সৃষ্টি হয়। এই ডিফারেন্সের পরপরই উর্দুভাষীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। তো আমি দেখসি আমার বাবা ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির অনুসারি। তো এই... টার্ন ডাউন, পিন ডাউন চলবেই চলবে... একটা আন্দোলন... আমার বাবার দেখসি আর কি। তখন ঘোর বিরোধী পাকিস্তান সরকারের। এর মধ্যেই... আমার বড় ভাই যখন বড় হলেন... তিনি তখন '৬৮-তে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছিলেন। তিনিও বাম... মাওলানা ভাসানির লাইনে থেকে... সাথে জড়িয়ে পড়েন আর কি। তো পুরো পশ্চিমে এক আওয়াজ 'আইয়ুব শাহ নিপাত যাক' একটা শ্লোগান ছিল। ওই শ্লোগানে ভাই... ভাইকে দেখতাম শ্লোগান দিতেন উনি। আর বাবারা ওই শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে পাক সরকারের বিরুদ্ধে নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন। আমরা তখন ক্লাস স্কুলে

পড়তাম। এরই মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। স্বাধীনতার যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে যায় তখন আরও বেশি সমস্যা নিজেদের মধ্যে আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় আর কি। এর আগে ভাষা আন্দোলন নিয়ে একটা বিভ্রান্তি ছিল। তারপরে জয় বাংলা শ্লোগান নিয়ে একটা বিভ্রান্তি ছিল। উর্দুভাষীদেরকে বুঝানো হল যে জয় বাংলার অর্থ হলো যে এখানে শুধু বাংলার কথা বার্তা হবে। তোমাদের কোন কালচার তোমাদের কোন ভাষা, তোমাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। ফলে তোমাদেরকে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে হবে। এটা হলো পাকিস্তান... যারা সরকারে ছিল তাদের এজেন্টদের এটা একটা... চক্রান্তই বলা যায়। তারা এই ভুল বুঝিয়ে উর্দুভাষীদেরকে মেজরিটির সাথে মানে বাঙালি মেজরিটির সাথে অনেক দূরে সরায় দেয়। যার কারণে '৭১ সালে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যায়। দুই জনগোষ্ঠী দুই দিকে বিভক্ত হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে এমন বৈরি মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যায় যে একে অন্যকে শেষ করারও একটা মন মানসিকতা তৈরি হয়ে যায় তখন। এরই মধ্যে আমাদের যে পরিবার ছিল, আমরা খুব সমস্যার মধ্যে ছিলাম প্রায়। মাওলানা ভাসানিরা বাংলাদেশের পক্ষে... মানে শেখ সাহেবের সাথে না থাকলেও তাদের রাজনীতিতে তাদের পক্ষে। এখন পাকিস্তান সরকারের চাকরি করে বাবা। রেলে চাকরি করেন। এরই মধ্যেই এই দ্বন্দ্ব দ্বিধা দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হানাহানি মারামারি কাটাকাটি এগুলা শুরু হয়ে যায়। শুরু হয়ে যাওয়াতে দিনাজপুর, সান্তাহার, ময়মনসিংহ বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসা শুরু হলো যে উর্দুভাষীরা মানে... হত্যার শিকার হচ্ছে আর কি। তারপর থেকে শুনা যায় যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়েছে। তার আগেও শুরু হয়েছে, পরেও শুরু হয়েছে। এবং এই হত্যাকাণ্ডের কারণে যতটুকু যারা আমরা বেঁচে ছিলাম, তারাও অ্যাফেক্টেড হলাম। প্রতিশোধ মূলক একটা... ইয়ে... চলে আসে বাংলাভাষী ভাইদের মধ্যে। '৭১ সালের শেষ

দিকে আমাদের পরিবার পার্বতীপুর থেকে সৈয়দপুর চলে যায়। যুদ্ধের ইয়েতে... তখন, স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই ১৬ই ডিসেম্বর পার্বতীপুর থেকে সবাই, তখন সৈয়দপুরে শিফট্ করে। এর মধ্যে বাবারা পাকিস্তানের পক্ষে যেহেতু চলে আসছিলেন, তাঁদের ভিতরে একটা পাকিস্তান পক্ষের ভাব ছিলো মেজরিটি যারা... ওই সময়কার যারা বৃদ্ধ ছিলেন আর কি, উর্দুভাষীদের। তাঁদের আলাপ আলোচনায় বুঝা যেত যে আমাদের আর... এখানে তো আমাদের... '৪৭ সালে ভারতকে আমরা হারালাম, এখন আমরা... আমাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। এখন পাকিস্তান চলে যাওয়া উচিৎ। তো পাকিস্তান যাওয়ার জন্য আবার একটা চেষ্টা শুরু হলো। আই.সি.আর.সি ফর্ম ফিলাপ করে দিয়ে পাকিস্তান যাওয়ার জন্য... একটা রিপ্যাট্রিয়েশন এগ্রিমেন্ট হলো পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারতের সাথে। তখন মেজরিটি পাকিস্তান যাওয়ার পক্ষে অপশন দিয়ে দেয়। আমরা কিন্তু থেকে গেলাম। আমাদের বাবা বললেন যে না আমরা পাকিস্তান যাবো না। একবার তো পিতা মাতাকে হারিয়ে আসলাম... আর যাবো না। যা হবে এইখানেই হবে। আমরা এখানে থেকে গেলাম। এবং আমরা আমাদের পরিবার এবং আমাদের যারা আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, তারা এখনো বাংলাদেশে আছেন এবং তারা কখনোই পাকিস্তান যাওয়ার পক্ষে কোনদিন কোন আন্দোলন বা অনশনে অংশগ্রহণ করেন নাই। আমরা অনেক চেষ্টা করেছিলাম আমাদের কমিউনিটিকে বুঝানোর। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এবং লিডারশিপ তাঁদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখে। এবং পাকিস্তান যাওয়ার আন্দোলনটা তুঙ্গে উঠে। যার কারণে আমরা না পারলাম এখানে সেট হতে, না পারলাম পাকিস্তান যাইতে। দেখা গেলো যে আমরা এখানেই... থার্ড জেনারেশন আমাদের, ধ্বংস হয়ে গেল। না ছিলো ভাষার বিকাশের কোন সুযোগ না ছিল স্কুল কলেজ। না কোন চাকরি ব্যবসা। নিজেদের মধ্যেই নিজেদেরকে এখানে গড়ার একটা প্রতিযোগিতা আমাদের মধ্যে

শুরু হয়। এখন আমাদেরকে বাঁচতে হলে নিজেদেরকে নিজেদের গড়তে হবে। তখন কেউ ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করলো, কেউ ছোটমোটো... এখন মানে, জীবন রক্ষা তো পেল এখন বাঁচবে কিভাবে? সেই লড়াইতে এখন নেমে গেলাম আমরা সবাই। ব্যবসা-বাণিজ্য ছোটখাটো ব্যবসা। লেখাপড়া কম থাকার কারণে কেউ চলে গেলো সেলুনের কাজ নাপিতের কাজ কেউ দর্জির কাজ মানে, এভাবে বিভিন্ন মানে যেটাকে ভারতে বলা হয় যে, নিম্নবর্গের যে পেশাটা, সেটা আমাদের মাঝে চলে আসে। বাংলাদেশে। এর মধ্যে আমরা অনেকেই ছিলাম যারা একটু... অ্যাক্টিভ ছিলাম। আমরা ব্যবসায় একটু আগায়ে গেলাম। আমার বড় ভাই ছিলেন। উনি... ব্যবসায় ছিলেন। বাবা... আমরা সবাই একসাথে মিলে ব্যবসায়... এক পর্যায় আমরা এখানে একটা অবস্থান করতে পারলাম আর কি। এরই মধ্যে একটা ভালো দিক আছে যে, বাংলাদেশে, যারা বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন আমরা উর্দুভাষীরা, তাঁদের মধ্যে থেকেই নির্বাচন করার একটা চিন্তা ভাবনা শুরু হলো। ভোটার তালিকায় আমরা সৈয়দপুরের প্রেক্ষাপট আর ঢাকার প্রেক্ষাপট আলাদা ছিলো আর কি। সৈয়দপুরে সবাই ভোটার ছিলাম আমরা। যারা বয়স্ক ছিলেন। তো ভোটে আমার বড় ভাই আবার কাউন্সিলরে ভোট করে আর কি। '৮৫-এ। উনি নির্বাচিত হন। উর্দুভাষী ও বাংলাভাষী ভোট পেয়ে উনি নির্বাচিত হন। আরেকজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এটা একটা নতুন জিনিস শুরু হলো বাংলাদেশে। উর্দুভাষীরা নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হয়ে একটা বড় পদে গেলেন। মেয়র পদে আর কি। আগের সব আস্তে আস্তে মানুষ ভুলে যাচ্ছে আর কি। যদি বাঙালিরা অ্যাক্সেপ্ট না করতো তাহলে কোনদিনও এ পদে যাওয়া যেতো না। আমরা সে পর্যন্ত গেলাম আর কি। রাজনৈতিক ভাবে আমরা খুব একটা, পলিটিক্যালি ইয়ে ছিলাম না আর কি, কোন দলের সাথে খুব একটা অ্যাক্টিভ ছিলাম না আর কি। এভাবে আস্তে আস্তে আস্তে

আস্তে, নতুন জেনারেশন আমাদের, আগাইলো। আমরাও আগাচ্ছি এভাবে। বর্তমানে ক্যাম্পে যারা আছেন, তাঁদের অবস্থা একটু খুবই... খুবই অমানবিক। বাসস্থানের সমস্যা। প্রাইভেসি নাই। অনেক সমস্যায় তারা আছেন। এরই মধ্যে আমরা যখন চেষ্টা করলাম আল ফালাহ বাংলাদেশের আহমদ ইলিয়াস সাহেব, আবার এই খালেদ, হাসান, পাপ্পু, আমরা সম্মিলিতভাবে একটা মুভমেন্ট শুরু করলাম। বাংলাদেশে ভোটার হতে হবে। এটার জন্য আমরা অনেকেই অনেক কাজ করলাম আর কি। একদিন এমন আসলো যে হাইকোর্টে মামলা করে, ওই এস.পি.ওয়াই.এম এরকম একটা সংগঠন ছিলো। তাঁদের নেতারা, আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে হাইকোর্টে মামলা করার পরে রায় হলো আমাদের পক্ষে। এখন ক্যাম্পে যারা আছেন তারা সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। বাংলাদেশি হিসাবে। বাংলাদশের নাগরিকত্ব তারা পেয়ে গেছেন। এখন আরেকটা সমস্যা দেখা গেলো যে নাগরিকত্ব পেলেও, তারা পাসপোর্ট পাচ্ছে না। তাঁদেরকে পাসপোর্ট দেওয়া হচ্ছে না অস্থায়ী ঠিকানার কারণে। আবার কেউ কেউ বলে যে না আপনারা এখনো পাকিস্তানেই আছেন। আপনাদেরকে দেওয়া হবে না। এই যুদ্ধ আবার শুরু হয়েছে। সরকার মনে করে যে এরা পাকিস্তানি এদের পাকিস্তান চলে যাওয়া উচিৎ। আমরা মনে করি আমরা বাংলাদেশি, বাংলাদেশ থাকা উচিৎ। আমাদের নাগরিক অধিকার আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। নাগরিক অধিকার আমরা পেয়েছি। ভোটার হয়েছি। ক্যাম্পে যারা আছে তারা ভোটার হয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধা, নাগরিক সুযোগ সুবিধা, সেগুলো থেকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। ভাষা বিকাশের সুযোগ নাই। স্কুল কলেজ নাই। লেখাপড়ার কোন সুযোগ নাই। এরইমধ্যে আবার বাংলা ভাষায় লেখাপড়া করার একটা ইচ্ছা বা আগ্রহ সৃষ্টি হল, ইয়ংদের মধ্যে। তখন দেখা গেলো যে উর্দুভাষীদের মেয়ে, ছেলেরা, লেখাপড়ার দিকে

আগাচ্ছে। এখন বাংলা মিডিয়ামে লেখাপড়া করে অনেকেই... খালিদ তো অ্যাডভোকেট হয়ে গেছে। অনেকেই কেউ মাস্টার্স ডিগ্রি, এম.এ., বি.এ., ইন্টার, এগুলা এখন ক্যাম্পের মধ্যে নতুন জেনারেশনে নতুন একটা ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখতেসি। এবং অতীতকে ভুলে যেয়ে, ইন্টিগ্রেশন এর একটা চিন্তা ভাবনা এখন আমাদের মধ্যে শুরু হয়েছে। আমরা এখন বাংলাদেশে থাকতে চাই। বাংলাদেশের অধিকারে থাকতে চাই। '৪৭-এর ... '৪৭-কে আমরা... আমার এক মামা ছিলেন। তিনি বলতেন যে... পার্টিশন অফ ডিভাইডেশন অফ ভারত... ওয়াজ আ গ্রেট ব্লান্ডার ফর দা মুসলিমস্ অফ ইন্ডিয়া। মুসলমানদের জন্য একটা বড় ক্ষতির কারণ হয়ে গেলো '৪৭ সালের এই বিভাগ। এই বিভাগ এমন একটি দুঃখজনক বিভাগ, এই বিভাগের কারণেই আজকে যারা ভারতে থাকতে পারতাম যখন আমরা, আমাদের দাদা বাবারা, তাহলে হয়তো আজকে এই দিন দেখতে হতো না। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই চিন্তাটা করেন আর কি।

দিনার: আপনি বলেছেন যে... আপনার দাদা এবং বাবা '৪৭-এ পাটনা রায়টের ফলে এবং অন্যান্য অনেক ঘটনার স্বীকার হয়ে এদেশে বা এপারে চলে আসেন। তো ওইসময়ের সিচুয়েশন্টা তো নিশ্চয়ই খুবই উদ্বিগ্নতাপূর্ণ ছিলো এবং খুবই ভয়ংকর একটা সিচুয়েশন্. ওইসময়ের আপনার বাবা বা আপনার দাদাদের যে স্ট্রাগেলের যে সময়টা, কিভাবে তারা দিনগুলো যাপন করেছেন ওইসময়ের স্মৃতি বা গল্প যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন।

আশরাফুল বাবু: '৪৭ এর হাঙ্গামার সময়। ওই যে দাঙ্গা, দাঙ্গার সময়?

দিনার: জ্বি ।

আশরাফুল বাবু: - ও... দাঙ্গার সময় বাবার মুখ থেকে শুনেছি। যখন দাঙ্গা শুরু হয়, বিহার রায়ট যখন শুরু হয়, তখন যেসব এলাকায় মুসলমানরা কম ছিল, সেখানে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী একটা গ্রুপ ছিল। তাঁরা তাঁদেরকে অ্যাটাক করার একটা পরিকল্পনা করত সবসময়। মুসলিম এলাকায় যেয়ে আগুন লাগায় দেওয়া, এবং তাঁদেরকে হ্যারাসমেন্ট করার একটা... তাঁদের মধ্যে এ জিনিসটা দেখা গেল। তখন, ইনারা খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। অনেক কংগ্রেসের নেতা ছিলেন যারা মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতেন তখন। আবার অনেকেই ছিলেন যারা ভিতর থেকে উস্কানি...উস্কানি ছিল অনেকের। যেটা শুনতাম আর কি। এরই মধ্যে তারা কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে এ চিন্তায় কিছু মুসলিম লিগ মাইন্ডেড যারা ছিলেন তারা তাঁদেরকে কনভার্ট করলেন। যে তোমরা এখানে আর শান্তিতে থাকতে পারবানা, আমাদের মুসলমানদেরকে পাকিস্তান চলে যাওয়া বা... ভাগ হওয়া উচিৎ। তখন "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, বাঁটকে রাহেগা হিন্দুস্তান" এই শ্লোগানটা মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেল। ওই রায়টের পর থেকে। এবং বাবারা তখন ওই "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, বাঁটকে রাহেগা হিন্দুস্তান" এইরকম একটি গ্রুপের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলো। ওই ওই যে ওই হাঙ্গামার কারণে... একদিন বললেন যে চাকরিতে গেলেন। এক হিন্দু বন্ধু, তাঁর কঠিন বন্ধু। একসঙ্গে উঠা বসা। সে ধরে কানতেসে যে, তোমরা এখান থেকে চলে যাবা। তোমরা এখানে থাকো। বাবা বললেন যে আমি তো থাকতে রাজি আছি। এরই মধ্যে আরেক হিন্দু এসে উনাকে গালিগালাজ দেওয়া শুরু করলো। যে মুসলমান তোমরা সৌদি আরব চলে যাও, এখানে চলে যাও ওখানে চলে যাও। নানা ধরনের কথাবার্তা বলা। খুব কষ্ট পায়। দুইজনই কষ্ট পায়। তখন ওই যে, হিন্দু বন্ধু ছিল, ওকে আবার রাগারাগি করসে। এই তুমি এই ধরনের কথাবার্তা কেন বলো। আমরা সবাই এই জায়গার লোক, একসাথে থাকবো। কিন্তু ওই

ঘটনাটা বলল যে এমনভাবে সে আক্রমনাত্মক কথা বার্তা বললো, বাবা বাড়িতে এসে খুব কান্নাকাটি করসে আমি আর এখানে থাকবো না। আমি আমার ছেলেমেয়ে বাচ্চাদের নিয়ে আমি আর এখানে থাকবো না। আমি চলে যাবো। দাদা কিন্তু মানে... কংগ্রেসেই ছিলেন। দাদারা কোনদিন বলে নাই যে না তোমরা যেতে পারবা না। এখানে থাকলে যা হবে দেখি কি হবে। আমি মারা যাবো এখানেই মারা যাবো। কিন্তু ওই মুসলিম বন্ধুটিও ছিল, তাদের ইয়েতে... তিনি, পাকিস্তান চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এবং পাকিস্তান চলে আসেন। ওই যে অপশন্ দিলেন। রেলকে অপশন্ দিয়ে পাকিস্তান চলে আসেন।

দিনার: আচ্ছা। তো... এখন আপনারা তো আপনার পূর্বপুরুষের সাথে এপারে আসেন, '৪৭-এর দেশভাগের ফলে রেলে যে অপশন্ এর কথা আপনি বললেন, তো এপারে আসার পরে উনাদের সিচুয়েশন্ কেমন ছিলো? উনাদের নতুন করে শুরু করার যে ব্যাপারটা, এটা একটা জার্নি তাদের। তো এই সময়ে তাঁরা কেমন ছিলেন?

আশরাফুল বাবু: ভারত থেকে আসার পরে উনারা আগে ওয়াগনে আসছেন। ওয়াগনে থাকতেন কিছুদিন। ২-৩ মাস উনাদেরকে ওয়াগনে থাকতে হয়েছে। তারপরে রেল কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে রেল কোয়ার্টার করে দেয়, ওখানে উনারা থাকলেন। তারপরে আস্তে আস্তে ওটা পাকা হলো। আমি যখন জন্ম নেই তখন পাকা ঘরে জন্ম নেই আর কি। রেল কোয়ার্টারে। তখনকার... তখনকারও উনারা খুব একটা ভালো অবস্থায় ছিলেন না। পূর্ব পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলার অবস্থা ... কোন ব্যতিব্যবস্থা... কোন রকম ছিল না। রেলকে সাজাইতে যেয়ে, তাদেরকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। লণ্ঠন নিয়ে কাজ করতে হতো। কোন বাতির ব্যবস্থা ছিল না। ওরই মধ্যে রেলকে সাজাইতে হয়েছে। ওই লোকো

শেডে যখন যেতো, বাতি নাই। সবাই কয়টা বাতি লণ্ঠন নিয়ে, ওই একটা লণ্ঠন ছিল লটকা লণ্ঠন। ওগুলা নিয়ে তাঁরা কাজ করতো। কাজটাজ করে আবার বাসায় আসতো। পাখা নাই বাতি নাই কিছু নাই, বাইরে বসে দিন কাটাতো। রাতে কোনমতে একটা খাটিয়া... আমরা যেটাকে বলি খাটিয়া... চারপায়ি, ওইটা নিয়ে বাইরে যেয়ে ঘুমাইতো। ভিতরে মহিলারা আর বাইরে পুরুষরা। এইভাবে বহুদিন চালাইসি। মানে উনাদের গেছে এভাবে। তারপর আস্তে আস্তে যখন সেটআপ হলো, পাকিস্তান সরকার বা এখানকার যারা নেতা ছিলেন রেলের তারা একটু সুষ্ঠুভাবে নিয়ে গেলেন। তো এখন এমন কষ্টের মধ্যে একটা রাজনৈতিক কষ্ট যেটা উনারা অনুভব করলেন, যে ওই যে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। জিন্নাহ সাহেবের ঘোষণায়। এবং জিন্নাহ সাহেব তো বলে দিলেন যে এখানে উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা। তখন একটা প্যানিক সৃষ্টি হয়ে গেলো। উর্দু ওয়ালাদের মধ্যেও বাংলা ওয়ালাদের মধ্যেও। উর্দু ওয়ালাদেরকে সরকার বুঝালো যে তোমাদের এখন গেলো সব। তোমাদের ভাষা টাষা সব গেলো, তোমরা আর এইখানে এই করতে পারবা না, তোমরা অ্যান্টি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট্-এ তোমাদেরকে যেতে হবে। আর বাংলাভাষীরা মনে করলো যে এরা উর্দুভাষী। এরা আমাদের ভাষাকে সমর্থন দিবে না। এই তখন থেকে তাঁদেরকে একটা রাজনৈতিক চাপের মধ্যে থাকতে হলো ওই '৭১ পর্যন্ত। বিভাজন শুরু হয়ে গেলো ওখান থেকে। এরা ভাবতেসে যে আমাদের আর সুযোগ থাকবে না। এরা ভাবতেসে যে এরা আমাদেরকে আর সমর্থন করবে না। এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। হয়ে যাওয়ার পরে, বাবা কিন্তু ওই রেলে যে ছিলেন, যেখানে ছিলেন, সেখানেই ছিলেন। দুই একবার ট্রান্সফার হয়েছে ওনার, তবে ওখানেই ছিলেন। বাবা যেহেতু মাওলানা ভাসানির রাজনৈতিক অনুসারী ছিলেন, উনি অ্যাডজাস্ট হতে পারছিলেন আর কি।

কিন্তু বাকিরা সমস্যায় ছিলেন। বাকি যারা উর্দুভাষীরা ছিলেন, তারা পাকিস্তানকে সমর্থন করার কারণে হোক, বা ভাষার জন্য নিজের অস্তিত্বের কারণে হোক, তারা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার কারণে বাঙালিদের থেকে অনেকটা দূরে সরে যাওয়ার কারণে অনেক সমস্যার স্বীকার হয়েছে। চাকরি জীবনে হয়েছে, বাইরেও হয়েছে। আর উর্দুভাষীরা তো অ্যাকচুয়্যালি পাকিস্তান আমলে খুব বড় পদে সবাই ছিলেন না তো। রেলে কিছু পদে বড় কর্ম কর্তা ছিলেন। কিন্তু সিভিল গভর্নমেন্টের প্রশাসনে কোন উর্দুভাষী বড় পদে... দুই একজন হতে পারে, নাহলে ছিলনা। কিন্তু এই না হওয়াটাই বুঝতে পারে নাই এখানকার মানুষ। প্রশাসনে ছিল ওই পাকিস্তান থেকে আসতো ওরা উর্দুতে কথা বলতো। প্রশাসন চালাইতো উর্দুতে। কথাবার্তা বলতো উর্দুতে। ডাঁট দেখাইতো উর্দুতে। এবং ওরা উর্দুতে ডাঁট দেখাইতো আর এখানে অ্যাফেক্টেড হতো উর্দু ওয়ালারা।

দিনার: এখন আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখবো যে, এই যে দেশভাগ, বা বিভাজন যে শব্দটা, এটা আপনার জীবনে কি অর্থ বহন করে?

আশরাফুল বাবু: '৪৭ না '৭১ ?

দিনার: '৪৭

আশরাফুল বাবু: '৪৭ ওই যে আমি বললাম, যে আমরা উপলব্ধি করেছি যে ওটা ভুল ছিলো। '৪৭-এর বিভাজনটাকে আমরা এখন মনে করি যে ভুল ছিলো। অ্যাজ অ্যা মুসলিম্ বলতেসি, অ্যাজ অ্যা মুসলমান, ইন্ডিয়ান মুসলিম্ হিসেবে বলছি, ইন্ডিয়ান মুসলিম্ হিসেবে আমাদের ক্ষতি হয়ে গেছে। আমরা যদি ভারতের সঙ্গে

থাকতাম, বা ভারতে থাকতাম বা এই পুরা অঞ্চলটা যদি ভারতের সঙ্গে থাকতো, তাহলে অ্যাজ অ্যা মুসলিম্ বলছি যে মুসলিম রা বেনিফিটেড হতো। মানে ধর্মীয় পরিচয় হিসাবে বলছি, অ্যাজ অ্যা মুসলমান, যে মুসলমানরা ভালো অবস্থায় থাকতো। এখন বুঝা যায়। আজকের পরিস্থিতিতে।

দিনার: আপনার বাবার সাথে আপনার পরিবারের কারা এদিকে এসেছেন এবং তাঁদের যে গল্পগুলো, স্মৃতিগুলো যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন।

আশরাফুল বাবু: বাবার সাথে আমার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরাও এসেছিলেন। মামা, চাচা, আম্মা, চাচীরা। আর দাদা এসে, আবার ব্যাক করে চলে গেছেন । দাদার শেষ ইচ্ছা ছিল যে তোমরা এখানে না থেকে ভারতে থাকো। যা হবে ওখানেই হবে। এ কারণেই উনি... পরে, রিট্যায়েরমেন্ট না হলে আমি যাবো না। না যাওয়ার কারণে ইনারা এখানে থেকে গেলেন। উনারা চলে গেলেন। চাচা মামা ইনারা সব ইস্ট পাকিস্তানেই ছিলেন। তারাও ঠিক সেম্ পরিস্থিতির স্বীকার হলেন। উগ্র হিন্দুবাদী যারা ছিল তাদের চাপের মুখে বা তাদের কথাবার্তায়। দাঙ্গা ফ্যাসাদ দেখেও তারা একটু ভয় ভীতির মধ্যে ছিলেন। সেই কারণেও আর ব্যাক করতে চান নাই থেকে গেলেন এখানে। এখানে আসার পরে, এখানে আসার পরে তো তারা ঠিকই ছিলেন, ভাইয়ে ভাইয়ে, এখানে তাঁদেরকে রিসিভ্ করা হলো ভালোভাবে। ভালোভাবে রিসিভ্ করা হলো এবং আমি যা শুনেছি বাবার কাছ থেকে যে বাঙালি মুসলমানরা তাঁদেরকে পারলে কাঁধে উঠায়ে নিয়ে যেতো। তাঁদেরকে না পেরে তাদের যে টোপলা টুপলি ছিলো, ব্যাগ ব্যাগেজ্ যা ছিলো, সেগুলা কাঁধে তুলে নিয়ে বাঙালি মুসলমানরা তাঁদেরকে নিজ নিজ বাড়িতেও নিয়ে গেছে। আশ্রয় দিয়েছে আর

কি। থাকার জন্য। ওয়াগন থেকে তুলে তুলে নিয়ে যেয়ে তাঁদেরকে জায়গা দিয়েছে থাকার জন্য। এখানকার মুসলমানরা যারা তখনকার ছিলেন আর কি। এগুলা দেখে ইন্ডিয়ার মুসলিমরা আরো বেশি উৎসাহিত হলো যে, এত দাঙ্গা ফ্যাসাদ থেকে তো এখানেই ভালো। এখানে তো মানুষ আমাদেরকে আপনজন হিসেবে রিসিভ্ করতেসে । ভালো, রিলিফ্ পাচ্ছি আমরা এখানে। তো এটাও তাঁদেরকে এখানে থাকার জন্য বা এখান থেকে আবার ফিরে যাওয়ার... যাতে না যাইতে হয়, এই চিন্তা ধারণাও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো। এভাবেই আমার চাচা একজন বলতেন যে, হিন্দুস্তানে তাঁর অনেক হিন্দু ফ্রেন্ড ছিলো। উনার কথা ছিলো যে আমি যখন ব্যাক হয়ে আসি, একদিকে ওরা তাকাচ্ছে আর আমরা তাকাচ্ছি একে অন্যকে। কানতেসি এমন এক পরিস্থিতি থেকেও আসছি। ভালোবাসাও তাদেরকে ছাড়তেসে না। আবার অন্যদিকে নিজের জীবনটাও... এটাও তাদের অ্যাফেক্ট করতেসে যে, থাকলে যদি মারা যাই? আমার বন্ধু বাঁচাতে পারবে কিনা আমাকে। এই ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে এরা... ভয় ভীতির মধ্যে চলে আসছে। এখানে আসার পরে এখানে যে ট্রিটমেন্ট পাইলো বাঙ্গালি মুসলমানদের, এত সুন্দর, এত ভাইয়ে ভাইয়ের মধ্যে, যেভাবে রিসিভ্ করার আগে একটা মানুষ যখন বাইরে থেকে আসে, তাকে যেভাবে রিসিভ্ করা লাগে, তাঁর চেয়েও বেশি তারা আপনজন মনে করে তাদেরকে রিসিভ্ করেছে। তাদের নিজের আশ্রয় করে দিয়েছে, আগে তো জায়গা বেশি লোক কম ছিল। তখন যারা যেখানে পাইছে, জায়গা দিয়ে দিয়েছে। এখানে থাকেন, তাঁবু বানায় দিয়েছে। তারপর পার্মানেন্টলি থাকার সুযোগ করে দিয়েছে এখানকার বাঙালি মুসলমানরা তখন। এটাতে যারা থেকে গেছিলো, তাদের মধ্যে অনেকেই ইনারা যখন খবর দিয়েছে, যে না এখানে তো খুব ভালো ট্রিটমেন্ট আছে, মানুষ এখানে

আমাদেরকে ভালোভাবে রিসিভ করতেসে, তখন অনেকেই আবার ওখান থেকেও এসেছে, পরে। পরে আসছে আর কি। আসে এখানে, এখানে তারা অ্যাডজাস্ট হওয়ার চেষ্টা করছে আর কি। এরই মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে ফের আবার ডিফারেন্স সৃষ্টি হল। এভাবেই চলতেসিল আর কি।

দিনার: আচ্ছা... আপনি বলেছেন যে আপনার ফ্যামিলির অনেকেই এপারে এসেছেন। তো, আপনার মা, চাচী, যারা আছেন, পরিবারের যারা ঘরের মধ্যে থাকেন, তাদের কাছ থেকে কি কি... বা যদি কোন গল্প শুনে থাকেন।

আশরাফুল বাবু: এই ধরনেরই?

দিনার: জ্বি।

আশরাফুল বাবু: হ্যাঁ, সেম্ সেম্ গল্প। তাঁদের ও বন্ধু বান্ধব ছিল। মহিলা যারা লেখাপড়া করেছেন একসাথে, তাঁদেরও ঠিক সেম্ কাহিনি। তো ওই... যখন চিঠি লিখতো, আমি উর্দুতে চিঠি পড়তাম মাঝে মাঝে, আম্মার লেখাটা। ওর মধ্যে কয়েকটা হিন্দু বান্ধবীর নাম লিখে, যে ওরা আছে কিনা, কি অবস্থায় আছে... ওদেরকে আমার আদাব ও সালাম জানায় দিবা। ওদেরকে বলবা আমাদেরকে চিঠি লেখার জন্য। যে ধরনের কথা কিন্তু কোন কোন চিঠিতে আমি দেখছি যে থাকতো। মানে যে ইন্ডিয়ান হিন্দু যারা তাঁদের সাথে লেখাপড়া করতো, এবং ভাব ভালোবাসা ছিল, তাদেরকে তারা চিঠি লিখতো এখান থেকে। তারাও মাঝে মাঝে চিঠির মাধ্যমে, মানে যারা আমাদের আত্মীয় ছিল, লিখতো চিঠিতে দুই চার লাইন, তারাও লিখে দিতো। কেউ হিন্দিতে লিখত... হিন্দিতেই বেশি আসতো। তো... একটা যে... আমি

যেটা... ছোট ছিলাম তো, যতটুকু অনুভব করসি, যে একটা দুঃখ বেদনা দুই দিকেই কাজ করসে। মায়েদের চিঠিতে এগুলা দেখতাম। আর আমার দাদা ছিলেন... আমি যা অন্যদের কাছ থেকে শুনেছি, যে ভারতে যে প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, তাঁর খুব ক্লোজ বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন। উনার এক নাতনি ছিল যার সাথে আম্মাদের একটা সম্পর্ক ছিল। খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ওরা আমাদের বাসায় যাওয়া আসা করতো। দাদার বাড়িতে। তো ওর জন্য আম্মাকে দেখছি যে মাঝে মাঝে চিঠিতে... তখন তো আর ফোন টোন ছিল না, ওই চিঠিই ছিল একমাত্র। চিঠিতে ওর কথা লিখতো। ওখান থেকে জবাব আসতো যে হ্যাঁ এখন তো বড় হয়ে গেছি বিয়ে শাদি হয়ে গেছে। ভালো আছে আর কি। এই যে ভাবটা ছিল আর কি... ভাবটা শেষ হয়ে যায় নি। আমরা আগেও দেখসি যে তাঁদের মধ্যে আমি যখন অসুস্থ ছিল মা, '৮১ এ। যখন মা মারা যায়। তখনও বলতেন যে চিঠি লিখে সাপড়ায় পাঠায় দাও। ইন্ডিয়াতে। আমার মামা ছিল কলকাতায়। কলকাতায় ছিলেন। দিল্লি মসজিদের ইমাম ছিলেন উনি। উনার কাছে আমি চিঠি লিখতাম প্রায়। মামা চিঠি লিখতো। ওখানে এদের নাম টাম লিখে চিঠি দিয়েছি অনেকবার। তারপর মামারে দিয়ে খবর দিছি। তাঁদের কন্ডোলেন্স পেয়েছি। আমাদের ভিতরে এই জিনিসটা ছিল... জেন্যারিলি একটা ইয়ে ছিল যে আমরা ইন্ডিয়াতে হিন্দুদের চাপ থেকে রক্ষা পেয়ে পাকিস্তানে আসছি। এটা ছিল জেনার‍্যাল মনোভাব। আর আমাদের ভিতরে পারিবারিকভাবে যেটা ছিল, যে তারা খুব কষ্ট পাচ্ছিলো চলে আসাটা। আবার যাওয়াটাকেও খারাপ মনে করছিলো। যে আমরা যখন ব্যাক হয়ে যাবো তখন অনেকে আমাদেরকে বিদ্রুপ করবে, ঠাট্টা করবে। এগুলার কারণে অনেকে ফিরে যায় নাই। ইন্ডিয়া ফিরে যাই নি।

দিনার: আচ্ছা, এখন আপনারা বা আপনার পূর্বপুরুষরা তো ওই পাশের যেসব কালচার যে সংস্কৃতি যে প্র্যাকটিস বা অভ্যাসগুলো, খাবারদাবার বলেন বা পোশাক আশাক, বা যা যা আছে, সেগুলো কি এখনো মানে আপনারা কন্টিনিউ করেন? বা সেটা রিলেটেড সেসব রিলেটেড কোন গল্প আমাদের সাথে যদি শেয়ার করতেন।

আশরাফুল বাবু: কালচার?

দিনার: কালচার, খাবার দাবার তারপর ড্রেস হ্যাবিট এ ধরনের ব্যাপার স্যাপার।

আশরাফুল বাবু: হ্যাঁ করা হয় মাঝে মাঝে।

দিনার: একটু যদি ডিটেল বলতেন।

আশরাফুল বাবু: ফলো করে অনেকে, কালচার. কালচারাল যেগুলো ইয়ে ছিল উনাদের, আমাদের ওখানে দাদা তো পার্টিতে ছিলো, তো উর্দু... উর্দু কালচার ছিলো আমাদের ওখানে। তো উর্দু যারা কবিতা টবিতা লিখতেন, কবি যাদেরকে বলা হয়, শায়ের। তাদেরকে নিয়ে দাদা বসতো আর কি। খুব শর্ট ইয়েতে হতো, কিন্তু হতো আর কি। আমাদের ওই... ওই কালচারালটা কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনো। আমরা ঐ মোশায়েরা, সায়েরা, কালচারাল প্রোগ্রামে এখনো আমরা আছি। গান, কাওয়ালি, এগুলা এখনো আমাদের মধ্যে আছে। এটা বাবা কিন্তু ওই দাদার ওইখান থেকে পেয়েছিলো আর কি। আমি এখনো... এবং ওই ধারাবাহিকতায় আমি এখনো ওই কালচারাল অনুষ্ঠান, উর্দু কবিতার আসর, উর্দুর কাওয়ালি, উর্দুর গানের অনুষ্ঠান আমি এখনো করি। এই ঘরেও

হয়েছে এবং ঢাকাতেও বিভিন্ন জায়গায় এবং বাংলা উর্দু সাহিত্য ফোরাম আমরা একটা কবি আফসার চৌধুরীকে নিয়ে গঠন করসিলাম। সেটাতে আমি সেক্রেটারি ও ছিলাম প্রথম। এখানে ওই কালচারটা আমরা ফলো করি।

দিনার: তো যেমন ধরেন আপনাদের ওখানকার যে খাবারের রন্ধন প্রণালী, বা খাবারের যেসব এলিমেন্টস্ আপনারা ইউস্ করতেন।

আশরাফুল বাবু: ট্র্যাডিশনাল্ যেটা ওই খাওয়া দাওয়া।

দিনার: এছাড়াও আপনাদের বিয়ের যে বিভিন্ন... রিচুয়্যালস্, এসব ব্যাপারে আমাদেরকে যদি একটু ডিটেল বলতেন।

আশরাফুল বাবু: এখনও হয়। ওই যে গান বাজনা হতো। রাত্রে বেলায় মহিলারা ওই গুলগুল্লা বানায় নিয়ে টিয়ে যেতো যে ওখানে... দিয়ে আসতো। আবার ওখানে, ইন্ডিয়ান কালচারের মধ্যে, মহিলারা সিঁদুর লাগাতো। সিঁদুর। মুসলমান মেয়েরা লাগায়। এখনও লাগায়। ওই ইন্ডিয়ান কালচারটা এখনো আছে। দাদারা ওখানে ওই... ইন্ডিয়ান মুসলমানরাও এগুলা ফলো করতো। সেগুলা এখনো করে আমাদের মধ্যে। ওই আমরা বলি যে এটা ইন্ডিয়ান কালচার, অনেকে রাগ করে বলে যে এটা... মানে বলা আমার উচিৎ না, অনেকে রাগ করে বলে যে এই, এটা তোমাদের করা উচিৎ না, বন্ধ কর এই সব। অনেক, মানে সব কিছু করা হয়। ইন্ডিয়ান যে কালচার আমরা পেয়েছি, আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা পেয়েছে, তা এখনো করা হয়। কয়দিন আগে আমার ভাতিজার বিয়া হয়েছে, দুই ভাতিজা। লন্ডন থেকে একজন আসছিলো। এই, খালিদ নিয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে। মহিলা। আরেকজন অ্যামেরিকা থেকে। তারা বলছে যে আমরা ওই জিনিসটা একটু

দেখতে চাই যে ভারতের যে কালচারটা আছে, তোমাদের মধ্যে ওই কালচারটা আছে কিনা। তো উনারা দুই দিন ছিলেন। দুই অনুষ্ঠানই উনারা দেখেছেন। এত খুশি হল যে আপনারা আগের কালচারকে ধরে রাখছেন। এটা খুব ভালো একটা সাইন আপনাদের আছে আর কি। এখনো আছে উনারা।

দিনার: খাবারদাবার নিয়ে যদি একটু বলতেন।

আশরাফুল বাবু: খাবার দাবার ওই... পোলাও গোশত, তারপরে মোগলাই, তারপরে কাবাব, বিরিয়ানি, কাচ্চি এসবই ইন্ডিয়ান খাওয়া দাওয়া। ওটা আমরা এখানে করি। এখন আস্তে আস্তে আমাদেরই এই খাওয়া দাওয়ার এই কালচারটাই তো এখন বাংলাদেশে পুরা এখন প্রচলিত হয়ে গেছে, এই খাওয়াটাই। এই মোগল খাবারটাই এখন সবাই ... কালচারটা করতেসে।

দিনার: তো... আপনারা তো বলছেন যে আপনারা উর্দু স্পিকিং, উর্দু বলেন। এখন আপনারা এমন একটা ভূখণ্ডে বসবাস করছেন যে যার মেজরিটি মানুষ বাংলা বলে। তো এই যে দুটো ভাষার একটা ব্যাপার, বা আপনারা যে উর্দু বলছেন, এটা নিয়ে যদি কোন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স বা কোন গল্প বা কোন স্মৃতি যদি থাকে।

আশরাফুল বাবু: মানে উর্দু ভাষা নিয়ে কোন ঘটনা? না।

দিনার: এই যে মানে আপনারা উর্দু বলছেন বা আপনাদের যে ইয়ং জেনারেশন্, তারা তো এখন বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে। এই যে দুটো ভাষার যে ব্যাপার, এটা নিয়ে যদি কোন ধরনের

সমস্যা, বা কোন ধরনের ঘটনা যদি থেকে থাকে, যা আমাদেরকে জানানো যায়।

আশরাফুল বাবু: উর্দু ভাষা যারা ওল্ড যারা আছি তাঁদের মধ্যে তো কমপ্লিটলি উর্দু আছে। আর আমরা যারা মাঝামাঝির মধ্যে আছি আর কি, আমরা নতুনও না পুরানাও না। মাঝখানটাতে যারা আমরা আছি, খুব বিপদে আছি। আমাদের ছেলে মেয়েরা কিন্তু উর্দু অত বুঝেও না ঠিক মতো। আমাদের কারণে হয়তো কথা বার্তা বলে, কিন্তু ওকে বলবেন যে পাঁচ লাইন উর্দু লিখে দাও, ও পারবে না। উর্দু ভাষাটা আস্তে আস্তে নতুন জেনারেশন্ থেকে সরে যাচ্ছে। যেহেতু লেখাপড়া নাই। কোন স্কুল কলেজ নাই। উর্দু কালচার নাই বলতে গেলে। এই আমরা যারা আছি... আমাদের সিনিয়ররা করে গেছেন, এই আমাদের পর্যন্ত চলতেসে। এরপরে উর্দুর কি হবে বলা মুশকিল আছে। নতুনদেরকে আমরা যখন মোশায়েরা বসাই তো, তো যারা পুরানা থাকেন তারা কোন কবিতা ভালো লাগলে ওয়াহ ওয়াহ বলেন। তো ওই ছেলেরাও বলে ওয়াহ ওয়াহ ওয়াহ। ওদেরকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কি বুঝছো? বলে যে সবাই ওয়াহ ওয়াহ করছে তাই আমরাও ওয়াহ ওয়াহ করসি। উর্দুটা পুরাপুরি বুঝতে পারে না। কিন্তু পরিবেশের কারণে তারা ওয়াহ ওয়াহ করতেসে। উর্দু মোশাহেরা আর আমরা যখন কবিতা পড়ি যারা উর্দু আগের লেখাপড়া করেছেন, তারাও বুঝতে পারেন। কিন্তু যারা নতুন জেনারেশন্ আমাদের, তারা খুব একটা উর্দু বুঝে না।

দিনার: আচ্ছা... এখন এই যে দুটো দেশ ভাগ করা হলো ধর্মের ভিত্তিতে এবং মাঝখানে একটা দেয়াল দেওয়া হল, বর্ডার যেটাকে আমরা বলছি, এই বর্ডারটাকে আপনি কিভাবে দেখেন বা এই যে সীমান্ত, এটা আপনার জীবনে কি প্রভাব রাখে?

আশরাফুল বাবু: আমি তো আগেই বলসি যে এই বিভাগকে আমরা ভালো চোখে দেখতেসি না এখন।

দিনার: একটু যদি ডিটেলস্ বলতেন যে এটা আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে কিরকম প্রভাব ফেলে?

আশরাফুল বাবু: ওই যে ফিলিংস্ তো একটা আসতেসে যদি আমরা উর্দুভাষীরা বিশেষ করে, যদি আমরা ওখানে থাকতাম তাহলে আমাদেরকে বিহারি বলে কেউ মারতো না। বা আমাদের ভাষা আর কালচারকে কেউ কেড়ে নিতো না। এই জিনিসগুলো অনুভব হয় আর কি। ইন্ডিয়াতে মুসলমানরা আছে না? তারা তাঁদের ভাষায় তাঁদের কালচার তো ঠিক মত পালন করতেসে। তাঁদের উর্দু স্কুল আছে, উর্দু কলেজ আছে । ইন্ডিয়াতে যতগুলা ভাষাওয়ালী আছে, যে ধর্মের লোক আছে, তাদের তো জেন্যারিলি কিছু হয় না। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতে পারে এত বড় দেশ, এটা হতে পারে এরকম। কিন্তু এখানে যে সিচুয়েশনটা আছে, যে উর্দু নাই একেবারে, গভের্মেন্টের দিক দিয়ে শেষ উর্দু। লেখাপড়া নাই। কোন স্কুল কলেজ নাই। ভাষার বিকাশ, নিজের একটা কমিউনিটি যখন তাঁর নিজের সংস্কৃতিকে বিকাশ করতে পারে না, তখন তাঁর ভিতরে একটা কষ্ট কিন্তু কাজ করে সবসময়। যতই ফেসিলিটিস্ পাক, ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিক আছে, ব্যবসায় পুঁজি লাগাচ্ছি, ব্যবসা করছি কেউ বাধা দিচ্ছে না। আমরা বাঙালি বিহারি সবাই একসাথে মিলে ব্যবসা করছি। কোন সমস্যা নাই। কেউ কাউকে একটা কথাও বলে না, খারাপ কথাও বলে না। এগুলা অনেক কমে গেছে এখন। খুব একটা টর্চারিং... ওই মানসিক টর্চারিং আছে। আমার ভাষা নাই। আমার কালচার নাই। আমি উর্দু কথা বলতে পারিনা। আমি বাইরে আমার

কালচারকে বিকাশ করতে পারি না। কোথাও কোন কথা বললে মানুষ কি জানি কি মনে করে। একটা অফিসার হয়ে গেছি কিন্তু উর্দু বললে হয়তো আমাকে উর্দুওয়ালা বলে মনে করবে। এই ধরনের কিছু... এই, এগুলো কাজ করে আর কি। মানসিক চাপ আছে একটু। এটা আছে আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা আছে।

দিনার: আজকের দিনে, বা বর্তমান সময়ে এই যে একটা বর্ডার, এই বর্ডারটা আজকের দিনে বা বর্তমানে আপনাদের জীবনে কতটুকু প্রভাব ফেলে বা কতটুকু ইনফ্লুয়েন্স আছে এর?

আশরাফুল বাবু: বর্ডার তো আমাদের জন্য বড় একটা... আমরা মনে করি যে আমাদের জন্য বড় বার। বর্ডারটা। কিন্তু এখন এটা আমাদের বাংলাদেশের যে বর্ডার, আমরা যদি বলি যে এই বর্ডার আমাদের জন্য, আমাদের উর্দুভাষীদের জন্য একটা বার, আবার কিন্তু এটাকে যদি অন্যভাবে ইনারা নেয়, বাংলাদেশি ভাইরা নেয় যে, কি বলতে চাচ্ছে... তাহলে এটা অন্যভাবে হয়ে যাবে। কিন্তু আমি ক্লিয়ার কাট বলতেসি, এখনও বলতেসি, যে এই বর্ডারটা আমাদের জন্য বার। বর্ডারটা যদি না থাকতো, তো আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে একেবারে কাছাকাছি থাকতে পারতাম। মিশে যেতে পারতাম। আসতে পারতাম যাইতে পারতাম। বা আমরা চলেই যেতাম। এই কষ্ট থাকতো না। যে কষ্ট এখন আছে। যে ক্যাম্পের জীবন আছে, হয়তো আত্মীয়-স্বজনরা এসে তাদেরকে ধরে নিয়ে যেতো। চল ওখানে থাকবি। ওটাও পারতেসে না এই বর্ডার এর কারণে। এই বর্ডার হওয়ার কারণে এই যে জেনারেশন যে মার খাচ্ছে, এরাও আর মার খাইতো না। ওরা ওখানে যেয়ে উর্দু পড়তো, লেখাপড়া করতো, এগিয়ে যেতো। এখন শুধু আপনারা দেখবেন, খেয়াল করবেন, যে শুধু নাপিতের দোকান করা ছাড়া, দর্জির কাজ করা ছাড়া,

তারা আপার লেভেলে চিন্তা করার কোন স্কোপ পাচ্ছে না। কিন্তু এই বর্ডারটা যদি না থাকতো, তাহলে ওদিকে যাই কাজ করে আসতো। ওদিকে যাই লেখাপড়া করতো। কিন্তু এই বর্ডার না থাকলে তো দেশ থাকতো না। দেশ স্বাধীন থাকতো না। এটা ফের আরেকটা ল্যান্ড হয়ে যায়। আমাদের দিক দিয়ে আমরা বর্ডারকে একটা বার মনে করি।

দিনার: আপনার মতে আপনার আদি বাড়ি বা দেশের বাড়ি অ্যাকচুয়্যালি কোথায় বলে আপনি মনে করেন?

আশরাফুল বাবু: আদিবাসী?

দিনার: আপনার বাড়ি বলতে আপনি কোন...

আশরাফুল বাবু: এখনো ভারত বা মহা ভারত। এখানে জন্ম নেওয়াতে এই মাটির প্রতি একটা ভালোবাসা আছে, মহব্বত আছে। আছে তো। আবার বাপ দাদার যে ভিটামাটি ওখানে আছে ওটার প্রতিও একটা টান আছে। একবার ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে দাঁড়াই থাকি, একটা ভিসা পাইলে যাবো, দেখা করবো। এখনো যাই আমরা। এটা... এটা আছে। টান আছে। জন্ম নিয়েছি এখানে। এটা সত্য। লেখাপড়া করেছি এখানে, বড় হয়েছি এখানে। এখানকার মানুষের সাথে মিশে গেছি। মহব্বত আছে। কিন্তু ওই বাপ দাদার ভিটার প্রতিও একটু দুর্বলতা তো অবশ্যই আছে। এটা থাকবেই।

দিনার: এখন এই যে আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বিভিন্ন স্মৃতি, গল্প শুনেছেন এবং তারা আপনাদের কাছে জিনিসগুলো শেয়ার করেছেন। তো এই যে আপনাদের স্মৃতিগুলো, গল্পগুলো,

এগুলো কেমন হবে যদি আপনি আপনাদের ফিউচার জেনারেশন এর কাছে কি আপনি দিয়ে যেতে চান? বা আপনি কি চান যে তারা এসব ব্যাপারগুলো জানুক?

আশরাফুল বাবু: হ্যাঁ অবশ্যই। অবশ্যই। একটা জাতি যদি তাঁর নিজের অতীতকে না জানে তাহলে তো তাদের... তারা আগাইতে পারে না। কারণ এই উর্দু বা মুসলিম উর্দু জাতীয়তাবাদ যেটাই বলেন আর কি এটার মধ্যে কি ছিল? নিরাশা ভাব আছে আমাদের জেনারেশনের মধ্যে। যে আমাদের মধ্যে কেউ ভালো লোক ছিল না? এ ধরনের একটা ভাব আছে। কিন্তু এখানে গালিব ছিলেন, উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, মির্জা গালিব ছিলেন। (বিকজ অফ হিস মারমুরিং অ্যাক্সেন্ট, সাম ইম্পর্টান্ট লাইন্স ওয়্যার নট্ আন্ডারস্ট্যান্ডেব্‌ল প্রপারলি) উর্দু কবি ইনারা। এটা... এটা তো অবশ্যই একটা ইয়ে লাগে। অনুভব হয় আর কি। এটা এখনো... আমরা নিজেরাই অনুভব করি এটা।

দিনার: তো... অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার স্মৃতি বা গল্প... আচ্ছা, আরেকটা শেষ প্রশ্ন যে আপনি যদি চান যে মানে আমরা কোন কিছু যদি মিস করে থাকি, আপনার যদি কোন কিছু জানানোর থাকে, যদি কোন কিছু আমাদের জানানোর প্রয়োজন মনে করেন, বলতে পারেন।

আশরাফুল বাবু: এই... এর মাধ্যমে? আমি আপনাদের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছে, ভারত সরকারের কাছে... আমরা কিন্তু অরিজিন্যালি ভারতের লোক। আমার একটা অ্যাপ্রোচ থাকবে ভারত সরকারের প্রতি। যে বাংলাদেশের সাথে যখন এত সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তো আমাদের দাদা বাবাদের উসিলায়, তারা যেহেতু ওই মাটিতে, ওই যে বললাম যে বর্ডার,

এই বর্ডার... বর্ডারই ক্ষতিকর। এটাকে ভুলে যেয়ে যদি আমাদের ভারতীয় সরকার যারা আছেন, নেতৃবৃন্দ আছেন, তারা বাংলাদেশের সাথে কথা বলে এ সমস্যার সমাধান খুব সহজে দিতে পারেন। তার আগে যদি তাদেরকে... আমাদেরকে যদি তারা আপনজন মনে করে, যে এরা আমাদের সন্তানদেরই সন্তান। আমরা কিন্তু ইন্ডিয়া বর্ডার পার করলেই ইন্ডিয়ানদের... আমরা কিন্তু ইন্ডিয়ান সন্তানদের সন্তান আমরা। এই মাটিতে জন্ম নিয়েছি। তাহলে যদি এই চিন্তা থেকে, তারা যদি এগিয়ে আসেন, তো বাংলাদেশের সাথে যে সম্পর্ক এখন গড়ে উঠতেছে, বাংলাদেশ আর ভারতের মাঝে, এটাকে ভারত সরকার আর বাংলাদেশ সরকার দুইটা মিলে যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে খুব শর্ট টাইমে এই ক্যাম্প এর সমস্যা, এই কালচারাল সমস্যা, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। এবং তাদের কাছে আমি অ্যাপ্রোচ করছি, যে তারা যত তাড়াতাড়ি পারেন এই মানবিক সমস্যার সমাধান যদি করে দেন, তাহলে আগামি দিনে এই জেনারেশন সারাজীবন এই দুই গভর্মেন্টের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

দিনার: অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার স্মৃতি এবং গল্পগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লেগেছে, ধন্যবাদ আপনাকে।

আশরাফুল বাবু: ধন্যবাদ।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved